বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা

১। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা

১.১ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটের পটভূমি ঃ

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আত্মমর্যাদাশীল মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজন শক্তিশালী পুঁজিবাজার। বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ২৪ জুলাই বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট স্থাপিত হয়েছে। প্রচেষ্টা, শিক্ষা এবং উৎকর্ষ এ ব্রত নিয়েই প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১০ সালের ০৯ ডিসেম্বর বিআইসিএম এর একাডেমিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদের দিকনির্দেশনায় ইন্সটিটিউটটি পরিচালিত হচ্ছে। বিআইসিএম পরিচালনা পর্ষদে অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাদার ইন্সটিটিউট এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করেছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০' ,'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০', এবং 'তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১' প্রণীত হয়েছে।

তথ্য অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করার অন্যতম শর্ত। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট এর কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত করা হলে জনগণ ইন্সটিটিউটটের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হবে এবং সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জনগণের নিকট অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন সে নীতির সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। ইন্সটিটিউটে অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চার ক্ষেত্রে যেন কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য একটি 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন

আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৯, এতদ্‌সংক্রান্ত প্রবিধানমালার আলোকে এবং তার সঙ্গে সাযুজ্যতা সাপেক্ষে এই 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হলো।

১.৩ নির্দেশিকার শিরোনাম ঃ

এই নির্দেশিকা 'বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটের তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫' নামে অভিহিত হবে।

২। নির্দেশিকার ভিত্তি

২.১. প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট।

২.২. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষঃ

পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট।

২.৩. অনুমোদনের তারিখঃ

৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

২.৪. বাস্তবায়নের তারিখঃ

অনুমোদনের তারিখ থেকে।

২.৫. নির্দেশিকার প্রযোজ্যতাঃ

নির্দেশিকাটি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট এর জন্য প্রযোজ্য হবে এবং ভবিষ্যতে ইন্সটিটিউটের এফিলেয়শন প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইন্সটিটিউট কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৩। সংজ্ঞা

৩.১. **'তথ্য'** অর্থ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটের গঠন কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইন্সট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে যে কোন তথ্যবহুল বস্তুর অনুলিপি বা প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.২ **'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'** অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৩ **'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'** অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৪ **'আপীল কর্তৃপক্ষের'** অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ এর ক (আ) অনুযায়ী বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট এর নির্বাহী প্রেসিডেন্ট।

৩.৫ **'তৃতীয় পক্ষ'** অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।

৩.৬ **'তথ্য কমিশন'** অর্থ তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

৩.৭ **'তঅআ, ২০০৯'** অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ।

৩.৮ **' তঅবি, ২০০৯'** অর্থ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।

৩.৯ **'কর্মকর্তা'** অর্থে কর্মচারিও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.১০ **'তথ্য অধিকার'** অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

৩.১১ **'আবেদন ফরম'** অর্থ তঅবি, ২০০৯ -এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট-ফরম 'ক' বুঝাবে।

৩.১২ **'আপীল ফরম'** অর্থ তঅবি, ২০০৯ -এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট-ফরম 'গ' বুঝাবে।

৩.১৩ **পরিশিষ্ট'** অর্থ এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৪। তথ্যের ধরন এবং ধরন অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটের সমুদয় তথ্য নিম্নোক্ত ৩ (তিন) শ্রেনীতে ভাগ করা হবে এবং নির্ধারিত বিধান অনুসারে তা প্রদান ও প্রকাশ করা হবে।

ক. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যঃ

(১) এই ধরণের তথ্য বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট স্বপ্রণোদিত হয়ে নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট, ব্রোশিওর, মুদ্রিত বই বা প্রতিবেদন, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, স্টিকার, পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট, নিউজ লেটার, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবং প্রচারণাসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(২) এই ধরনের তথ্য চেয়ে কোনো নাগরিক আবেদন করলে তা চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত পন্থায় আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করবে।

(৩) বিআইসিএম প্রতি বছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩) এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ সংযোজন করবে।

(৪) বিআইসিএম স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং এই নির্দেশিকার পরিশিষ্টে ও ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(৫) প্রতি তিনমাস অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করা হবে।

খ. চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যঃ

(১) এই ধরনের তথ্য কোন নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশিকার ১০ ও ১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রদান করতে হবে।

(২) বিআইসিএম চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং এই নির্দেশিকার পরিশিষ্টে ও ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(৩) প্রতি তিনমাস অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করা হবে।

গ. প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যঃ

(১) এই নির্দেশিকার অন্যান্য অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, বিআইসিএম নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রদান বা প্রকাশ বা প্রচার করতে বাধ্য থাকবে নাঃ

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য;

(খ) কোন তথ্য প্রকাশিত হলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় অথবা যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনলের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;